দীনেশ চিত্রম-এর

সোনার সংসার

রঙীন

দীনেশ চিত্রমের পঞ্চম নিবেদন :—

"সোনার সংসার"

রঙ্গীন

প্রযোজনা :—**দীনেশ চন্দ্র দে**

কাহিনী :—**শ্রীদীপ**

চিত্রনাট্য :—**দেব সিংহ**

পরিচালনা :—**রথীশ দে সরকার**

সংগীত পরিচালনা :—**কমল গাঙ্গুলী**

গীতিকার :—**গৌরী প্রসন্ন মজুমদার**

দেব সিংহ [দিদিলা কি করিলি]

কণ্ঠ সংগীতে :—আরতি মুখার্জী, নির্মলা মিশ্র, অরুন্ধতী হোম-চৌধুরী. কল্যাণ মুখার্জী, মাণিক দাসগুপ্ত এবং সুশীল দাস।

অভিনয়ে :—

শুভেন্দু চ্যাটার্জী, সুমিত্রা মুখার্জী, কালী ব্যানার্জী কাজল গুপ্ত, তরুণকুমার, মিনাক্ষী গোস্বামী, লিলি চক্রবর্তী, প্রবীর কুমার, চিন্ময় রায়, নিরঞ্জন রায় স্মিতা সিনহা, মন্মথ মুখার্জী, সরস্বতী ব্যানার্জী, নিপু মিত্র, ভোলা বসু, সাধন সেনগুপ্ত, প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জী মাঃ ঋত্বিক, মাঃ প্রবীর, মাঃ পার্থ, মিস্ মেম, মিস্ চন্দ্রামী, অমিয়, অমল. পরিতোষ, স্বরাজ, শৈলেন গাঙ্গুলী. দেবীকা মুখার্জী, প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী, পাপিয়া অধিকারী (নবাগতা) ও অনিল চ্যাটার্জি এবং আরও অনেকে।

নৃত্য পরিকল্পনা :—পণ্ডিত মাধবকিষেণ (বম্বে)

কর্মাধ্যক্ষ :—প্রদীপ কুমার দাস

চিত্রগ্রহন :—মনীষ দাসগুপ্ত

সম্পাদনা :—কালী প্রসাদ রায়

শিল্প নির্দেশনা :—সঞ্জীব সেন

রূপসজ্জা :—ভীম নস্কর

সাজসজ্জা :—নিউ ষ্টুডিও সাপ্লাইয়ের তত্ত্বাবধানে কচি মল্লিক

পট শিল্পী :—প্রবোধ ভট্টাচার্য

কেশ সজ্জা :—অসিত দাস

কর্মসচীব :—দেবু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা :—শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দ গ্রহন :—অনিল দাসগুপ্ত, সঙ্গীত গ্রহন ও শব্দ পুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও বলরাম বাড়ুই, প্রচার পরিকল্পনা :—পিন্টু দত্ত স্থির চিত্র :—এড্না লরেঞ্জ

পরিচয় লিখন : নিতাই বসু, বাণিজ্য সচীব :—মলয় নন্দী ও মদন মজুমদার।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে অন্ত দৃশ্য গৃহীত এবং জেমিনী কালার ল্যাবরেটারী (মাদ্রাজ) ও ফিল্ম সার্ভিসেস (কলিকাতা)-এ পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত।

আলোক সম্পাতে :—ভবরঞ্জন. সুনীল, কাশী, তারাপদ, কালটু, হংস ও রামদাস। ● সহকারীবৃন্দ :—পরিচালনা : অর্চন চক্রবর্তী, মানু দাস, পল্লব ঘোষ, বুলু মুখার্জী। চিত্র গ্রহন :—শঙ্কর গুহ, অনিল ঘোষ, অমুল্য দাস, শিল্প নির্দেশনা :—প্রবোধ ভট্টাচার্য, সম্পাদনা :—স্নেহাশীষ গাঙ্গুলী, অতীশ সরকার রূপসজ্জা :—অজিত মণ্ডল শব্দ গ্রহন :—সৌমেন চ্যাটার্জি, বাবাজী শ্যামল সঙ্গীত :—রবীন সরকার ব্যবস্থাপনা :—বিজয় দাস, বেচু প্রামাণিক বাণিজ্য :—মাণিক ঘোষ।

বিশ্ব পরিবেশনা :—**দীনেশ চিত্রম্**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :—

কলিকাতা পুলিশ, বিষ্ণুপুর থানা, ওমর হোটেল (ভাসা), বাণীচক্র, লেডী ব্র্যাবোর্ণ কলেজ, মিঃ রাজু (অরো ফিল্মস্) অসিত ভট্টাচার্য, প্রমথ দে মিন্টু দেব, মলয় মিত্র. রণেন চ্যাটার্জী, মাণিকলাল মেহতা, জগৎ সিং তুগার. অনুরাধা সিংহ, ইন্দ্রাণী গাঙ্গুলী, ডাঃ সুনীল ঠাকুর, মিহির চক্রবর্তী শর্মিলা চক্রবর্তী. কৃষ্ণা দালাল।

॥ দু এক কথায় ॥

মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক অভিজিৎ রায়। স্ত্রী করুণা, চাকর মাধব এবং সাত বছরের পুত্র সুরজিৎকে নিয়ে কলকাতায় ভাড়া বাড়ীতে থাকেন। মহৎ প্রাণের এই রায় দম্পতি সংসারে আশ্রয় দেন অনাথ দুটী ভাইবোনকে। সুরজিতের চেয়ে বড় কুমারেশ এবং ছোট কল্পনা বাড়ীর ছেলে মেয়ের মতই মানুষ হতে থাকে। করুণার স্বপ্ন, এই তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে গড়ে তুলবেন **"সোনার সংসার"**।

পাশ করে চাকরী নেয় কুমারেশ। হঠাৎ নিভে যায় করুণার জীবনদীপ। তাঁর শেষ ইচ্ছানুযায়ী সুরজিৎ ভর্ত্তি হয় মেডিকেল কলেজে। কল্পনাও কলেজ জীবনে প্রবেশ করে। অবসর গ্রহন করে অভিজিৎ নিজের বাড়ী তৈরী করেন।

এর পর কুমারেশের বিয়ে দেন অভিজিৎ। বৌমা মমতা সব দায়িত্ব গ্রহন করে। সুখে-শান্তিতে ভরে ওঠে সংসার। এর পর জন্ম নেয় কুমারেশ ও মমতার ছেলে শুভজিৎ। সুখের পরিধি বাড়ে অভিজিতের মুখে ফোটে—সবকিছু পাবার হাসি। কল্পনার কলেজের বান্ধবী খ্যাতিমান ব্যারিষ্টারের মেয়ে সান্তনার সঙ্গে আলাপ হয় সুরজিতের আলাপ থেকে প্রেম। এক ধনীর বাড়ীতে গৃহশিক্ষিকা নিযুক্ত হয় কল্পনা।

কিছুদিন বাদে চাকরীতে বদলী হয়ে কুমারেশ চলে যায় নাগপুর। মমতা আর শুভজিৎ বিনা বাড়ীটা ফাঁকা হয়ে যায়, ভেঙ্গে পড়েন বৌমা-পাগল বৃদ্ধ অভিজিৎ। ওদিকে সুরজিতের সঙ্গে সান্তনার মেলামেশা চোখে পড়তে ক্ষিপ্ত হন সান্তনার আধুনিকা মা প্রীতি। অভিজিৎকে অপমান করে যান। স্বামী হেমেনের সঙ্গে পরামর্শ করে সান্তনার বিয়ে ঠিক করেন প্রীতি। নির্বাচিত সুপাত্র ব্যারিষ্টার দীপঙ্করের আবার পছন্দ ভাইঝির আন্টি কল্পনাকে।

এর পর হঠাৎ নাগপুর থেকে আসা কুমারেশের একটি চিঠি করুণার স্বপ্ন "সোনার সংসারে" ওঠায় কালবৈশাখীর ঝড়। যে ঝড় ভেঙ্গে দেয় সুমধুর সম্পর্ককে। প্রতিটি পরিচয়েই ধরে ফাটল, পরিবর্ত্তন হয় জীবনধারা। তারপর? ? ?

সঙ্গীত

গীত—১

সোবন দে নিদিয়া না মানে
নির্সদিন খড়ি পল ছিন বিতি যাত
সজ্ঞ মম জ্ঞম দদ মদ নন দন র্সর্সা
সজ্ঞ মম জ্ঞম দদ মদ নন দন সসা
সজ্ঞস জ্ঞমম জ্ঞমজ্ঞ মদদ মদম
দনন দনদ নসম
সম দম সজ্ঞ সন দন দম জ্ঞ স।

গীত—২

কত ঋতু এলো গেলো হায়
বদলে গেলো দিন।
আমার বদলে গেলো দিন
যৌবনে আজ সেই নুপুরই
বাজছে রিণিঝিন রিণঝিন রিণিঝিন
পলাশের ঐ রাঙা ফাগুন
সারা গায়ে জালে আগুন
হোল একটু ছোঁওয়া একটু রংয়ে
মন যে উদাসীন।

গীত—৩

হো হো .....
কোথায় পালাবে রাই রাঙাব তোমায় আজ
ফাগুনের ফাগুয়ারই ফাগে।
না না না শ্যাম দোহাই তোমার
রঙে রঙে যদি রাঙাবে রাঙাও যেন
ও রং মনে না লাগে
হোলী এলো হোলী, এলো হোলী আজ
রাধার সাথে হোলী খেলবে রসরাজ।
মানবো না কোন কথা আবীর মাখাবোই
ছুঁড়বো কুমকুম ঐ গায়ে
না, মেরোনা পিচকারী মিনতি গিরিধারী
পড়ি তোমার দুটী পায়ে।
ও মন তোমার হয় যাতে রাঙা তাই
রাঙাই তোমায় অনুরাগে
খেলবো হোলী আজ পেয়েছি যখন
আর কি তোমায় আমি ছাড়ি
এই রাঙা বসন দেখে বলবে কী লোকে
কি ক'রে যাবো আমি বাড়ী?
জ্যোৎস্নাই তো দেয় চাঁদ ও রাধে···
জ্যোৎস্নাই তো দেয় চাঁদ কি তার আসে যায়
কালো ঐ কলঙ্কেরই দাগে।

গীত—৪

ফিরিয়ে নিও না মুখ
এতো রাগ ভাল নয়
ভুল বুঝে শুধু শুধু
কেন চলে যাও ॥
মন নিয়ে তোমার
এ কেমন খেলা,
অনুরোধ একবার শুধু বলে যাও
ভুল বুঝে রাগ করে কেন চলে যাও ॥
জানিনা রাগ না এ অনুরাগ
কাঁটা না এ ফুল বলো
আসবে সময় মত
হবে না তো ভুল ॥
কোনদিন দেরী আমি করবো না আর
চাইনা তো এইভাবে রাগে জ্বলে যাও
ভুল বুঝে কাছে এসে কেন চলে যাও ॥
আড়ি নয় এবারে তো ভাব হয়ে গেল
তোমায় আরও কাছে পাওয়াটাই
লাভ হয়ে গেল ॥
তুমি এতো কাছে এলে যদি
তবু কেন দূর
জেনো একই গানে তুমি কথা
আমি যেন সুর
নেই কোন বাধা আজ হাতে হাত রেখে
আমায় আপন করে নিতে হলে নাও
চাই না গো ভুল বুঝে আর চলে যাও ॥

গীত—৫

দিদিলা কি করিলি
সোনার ডালে কাক বসালি
গিঁতে ঐ মোতির মালা
কোন বাঁদরের গলায় দিলি ॥
আমরণ মন উচাটন
লাচবো না তো কি
আমি কি বানের জলে ভেসে এসিছি ।
গেঁদা ফুলে খোঁপা বেঁধে,
রেতের বেলা কেলেসোনার কোলে বসেছি ॥
আমি যে ফ'চকে ছুঁড়ি
ফুলের কুঁড়ি মরি-পোড়ানির ঝি
আমি যে ফুলেল তেলে অঙ্গ মেজিছি
ঘুমের ঘোরে বিয়ের রেতে
সোহাগ করে বুড়ো ভাতারে বাবা বলিছি ।

গীত—৬

গুন গুন গায় যে ভ্রমর
ফুল তাই ফুটে থাকে
কেউ এমন নেই তো আমার
শোনাবো এ গান যাকে ॥
কোকিলের সুর শুনে যে
রঙে ঐ ফাগুন হাসে
কাকে আমি শোনাই এ গান
নেই কেউ আমার পাশে ।
শ্যামের ঐ বাঁশিটা যে
রাধারই মন ভরিয়ে রাখে ।।
হয়তো বা অচেনা সে
মনে মনে খুঁজি যাকে
অদেখা হয়েও যেন
সে আমার স্বপ্নে থাকে ।।
কাছে তাকে পাই বা না পাই
তার কথা ভেবেই সুখী
সে তো যেন সূর্য্য ওগো
আমি যে সূর্যমুখী ।
পাখা যে ছড়ায় ময়র
আকাশে ঐ মেঘের ডাকে ।।

গীত—৭

এইভাবে আমায় তুমি
কত দুঃখ দেবে গো
আর কত বল ঠাকুর
পরীক্ষা নেবে গো ॥
আমি মানবো নাহার
যদি ভেঙ্গে যাই আঘাতে
ভুলবো না কান্না পেলেও
মুখে হাসি জাগাতে
আমি নতুন করেই জ্বালবো যদি
পূজোর প্রদীপ নেভে গো ।।
আমার একটাই অভিযোগ
শুধু তোমার কাছে গো
আমি না হয় অন্ধ প্রভু
তোমার চোখ আছে তো ।
কেন আলো মুছে দিলে আঁধার
পাইনা যে ভেবে গো ।।